জোড়া শালিক

–নীলাঞ্জনা দেবনাথ

ছোটো থেকে শুনে এসেছি দুই শালিক দেখলে দিন নাকি ভালো যায়। বড়ো দিদিরা বলতো যেখানে দুই শালিক দেখবি ঠাকুরের নাম করে মাথায় হাত ঠেকাবি দিন ভালো যাবে। সেই থেকে অনেকটা অভ্যাস হয়ে গেছে। রাস্ড়য় দুইটি শালিক দেখলে আমার হাতটা নিজে থেকেই যেনো কপাল ছুঁয়ে ফেলে। ঁপরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময় রাস্তায় একটি শালিক দেখলে দাঁড়িয়ে থাকতাম আরেকটা দেখার জন্য। কোনো কারনে আরেকটা না দেখতে পেলে মনটা ভীষন খারাপ হয়ে যেতো। পরীক্ষার রেজাল্ট এর ক্ষেত্রে ও একই। একবার তো দুটো শালিকের দিকে তাকিয়ে প্রনাম করতে গিয়ে সাইকেল নিয়ে সোজা ড্রেনে ভাগ্যিস একজন কাকু টেনে তুলেছিলেন। সেদিন পা কেঁটে যাওযার থেকে ও বেশি দুঃখ হয়েছিলো যে কেনো দুটো শালিক দেখার পর ও এমন হলো। এই অঙ্ক আমার ছোটো মাথা কিছুতেই মেলাতে পারছিলো না। তার সমাধানের জন্য যখন পাশের বাড়ির দিদিকে বললাম সে বলেছিলো " দেখ এক কালারের এক ধরনের দুইটা শালিক দেখতে লাগবো একটা মোটা একটা রোগা হইলে হইতো না" ব্যাস এরপর থেকে শুরু হলো নতুন অভিযান।

যাই হোক দুই শালিকের কৃপায় উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে চলে গেলাম বাইরের রাজ্যে উচ্চ শিক্ষার জন্য। সেখানে মানুষের মুখ সপ্তাহে একবার ভালো করে দেখতে ভাগ্য লাগে আর শালিক তো দূরের কথা। তবু আমি আমার খোঁজ ছাড়ি নি। আমার এক বন্ধু আমার কথা শুনে হেসে বলতো "দক্ষিনী শালিক বাংলা কি করে বুঝবে!" দীর্ঘ ছয় বছর সেখানে কাঁটিয়ে আবার ফিরে এলাম বাড়িতে। ততোদিনে বদলে গেছে আমার মফঃস্বল। গাড়ির আওয়াজ আর মানুষের তান্ডবে শালিক এর দেখা মেলে না।
এখন দুই শালিক ছাড়াই জীবনটা ইঁদুরদৌড়ে টুকটুক করে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে বেশ। গত আড়াই মাস ধরে ঘরে বন্দি থাকার পর সেদিন যখন চেম্বারে যাচ্ছিলাম দেখলাম পাঁচটা দুই শালিকের জোড়া। আনন্দে আবার দুটো হাত কপালে ঠেকালাম....না এবার কুসংস্কারে নয়, ক্ষমা চাইতে।....

* * * * *